**আখের ক্ষতিকর পোকামাকড়ের দমন ব্যবস্থাপনা**

সেপ্টেম্বর (ভাদ্র -আশ্বিন)

সেপ্টেম্বর মাসে ইক্ষুর জমিতে সাধারণত ৮ টি পোকার আক্রমণ দেখা যায়।

যেমনঃ কান্ডের মাজরা পোকা, গোড়ার মাজরা পোকা,পাইরিলা লিফ হপার, ওলি এফিস, মিলিবাগ, সাদা ক্ষুদে মাকড়, ব্লাক লিফ হপার এবং সাদা মাছি।

* **কান্ডের মাজরা পোকার দমন ব্যবস্থাপনাঃ**

১। পুরনো শুকনো পাতাগুলো গাছ থেকে ছড়িয়ে জড়ো করে পুড়িয়ে অথবা মাটির নীচে পুতে ধ্বংস করতে হবে|

২। জৈবিক দমনঃ কান্ডের মাজরা পোকা দমনের জন্য ডিম্ব পরজীবী বোলতা *ট্রাইকোগ্রামা কাইলোনিস* প্রতি সপ্তাহে হেক্টর প্রতি ৫০,০০০ অবমুক্ত করতে হবে |

৩। এই সময় আড়াআড়িভাবে আখ বাধাই করলে এ পোকার আক্রমণের হার কমে যায়।

* **গোড়ার মাজরা পোকার দমন ব্যবস্থাপনাঃ**

১। আগাছা দমন করতে হবে।

২। অধিক আক্রান্ত জমিতে আইল বেধে ৩-৪ ইঞ্চি পানিতে ৫/৭ দিন ডুবিয়ে রাখতে হবে।

৩। পুরানো শুকনো পাতাগুলো গাছ থেকে ছড়িয়ে জড়ো করে পুড়িয়ে অথবা মাটির নিচে পুতে ধ্বংস করতে হবে|

৪। এই সময় আড়াআড়িভাবে আখ বাধাই করলে এ পোকার আক্রমণের হার কমে যায়।

৫। অধিক আক্রান্ত এলাকায় মুড়ি আখ চাষ স্থগিত রাখতে হবে।

* **পাইরিলা লিফ হপার পোকার দমন ব্যবস্থাপনাঃ**

১। পাতাসহ ডিমের গাদা কেটে জড়ো করে মাটির নীচে পুতে ধ্বংস করতে হবে।

২। পরজীবি ইপিরিকানিয়া অধিক আছে এমন জমি থেকে কম ইপিরিকানিয়া আছে বা নাই এমন জমিতে তাদের ডিমের গাদা বা পুত্তলি পাতাসহ কেটে বিস্তারের মাধ্যমে পাইরিলা দমন করা সম্ভব।

3| পুরানো শুকনো পাতাগুলো গাছ থেকে ছড়িয়ে জড়ো করে পুড়িয়ে অথবা মাটির নিচে পুতে ধ্বংস করতে হবে|

৪। এই সময় আড়াআড়িভাবে আখ বাধাই করলে এ পোকার আক্রমণের হার কমে যায়।

* **উলি এফিসের দমন ব্যবস্থাপনাঃ**

১। আক্রান্তগাছের পাতাগুলো কেটে ব্যাগ বা বস্তার মধ্যেসংগ্রহ করে মাটির নীচে পুতে ধ্বংস করতে হবে।

২। হাতে কাপড় পেঁচিয়ে আক্রান্ত গাছে এদের পূর্নাঙ্গ এবং নিম্ফ উভয়ই পিষে মেরে ফেলতে।

৩। এই সময় আড়াআড়িভাবে আখ বাধাই করলে এ পোকার আক্রমণের হার কমে যায়।

৪। জমিতে এই পোকার আক্রমণ বেশী হলে কীটনাশক নাইট্রো ৫০৫ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ১.৫ এমএল হারে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

* **মিলিবাগ দমন ব্যবস্থাপনাঃ**

১। এই পোকার পাতাসহ ডিমের গাদা কেটে জড়ো করে পুড়িয়ে অথবা মাটির নীচে পুতে ধ্বংস করতে হবে।

২। পাতা ছড়ানোর পর আখ গাছের কান্ডে লেগে/আটকে থাকা মিলিবাগ হাতে নেকড়া পেঁচিয়ে পিষে মেরে ফেলতে হবে।

৩। এই সময় আড়াআড়িভাবে আখ বাধাই করলে এ পোকার আক্রমণের হার কমে যায়।

৪। আক্রমনের হার বেশী হলে কীটনাশক সুমিথিয়ন/ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ১.৫ এমএল হারে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

* **সাদা ক্ষুদে মাকড়ের দমন ব্যবস্থাপনাঃ**

১। আক্রান্তপাতাগুলো কেটে ব্যাগ বা বস্তার মধ্যেসংগ্রহ করে মাটির নীচে পুতে ধ্বংস করতে হবে।

২। এই সময় আড়াআড়িভাবে আখ বাধাই করলে এ পোকার আক্রমণের হার কমে যায়।

৩। কীটনাশক ভার্টিমেক ১.৮ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ১.২৫ এমএল হারে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

* **ব্লাক লিফ হপার দমন ব্যবস্থাপনাঃ**

১। এই সময় আড়াআড়িভাবে আখ বাধাই করলে এ পোকার আক্রমণের হার কমে যায়।

২। আক্রমণ বেশী হলে কীটনাশক নাইট্রো ৫০৫ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ১.৫ এমএল হারে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

* **সাদা মাছি দমন ব্যবস্থাপনাঃ**

১।আক্রান্তপাতাগুলো কেটে ব্যাগ পোকাসহ জড়ো করে মাটির নীচে পুতে ধ্বংস করতে হবে।

২। এই সময় আড়াআড়িভাবে আখ বাধাই করলে এ পোকার আক্রমণের হার কমে যায়।

৩। আক্রমণ বেশী হলে কীটনাশক নাইট্রো ৫০৫ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ১.৫ এমএল হারে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।